৩। সরকার ও লক্ (Government and Locke) ঃ

জন লক্ ছিলেন একজন উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূল বৈশিষ্ট্যই হল উদারনীতিবাদ এবং উদারনীতিবাদের মূল কথাই হল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জনস্বার্থ সংরক্ষণ। উদারনীতিবাদী লক্ তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছেন। এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করার দায়-দায়িত্ব তিনি সরকারের হাতে ন্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে, সরকার হল জনস্বার্থ সংরক্ষণের সংস্থা বা Fiduciary agent বিশেষ।

সরকার ঃ জনস্বার্থ সংরক্ষণের সংস্থা

সরকারের স্বরূপ ঃ প্রকৃতপক্ষে লক্ মনে করেন যে, প্রকৃতিরাজ্যের মানুষেরা সুস্থ ও সুবিন্যস্ত জীবন যাপনের জন্য চুক্তি সম্পাদন ক'রে পৌর সমাজ গড়ে তোলে এবং পৌর সমাজের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হিসাবে সরকার গঠন করে। তিনি সরকার বলতে সার্বভৌম আইনসভাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে আইনসভাই সমাজ জীবনের প্রয়োজনে নানাবিধ আইন প্রণয়ন করে ব্যক্তির জীবন, অধিকার ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে। তাই জনস্বার্থমূলক আইন প্রণয়ন করাই সরকারের কাজ এবং সেই আইনের মাধ্যমে জনজীবনকে নিরাপদ ও ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা সরকারের কর্তব্য বলে লক্ মনে করেন।

লক্ মনে করেন যে, সরকার রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক যে রূপের হোক না কেন, তাদের প্রত্যেকের কাজ হল জনস্বার্থ সাধন করা ও ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা। তাঁর মতে, সরকারকে সাধারণভাবে জনপ্রিয় ও জনস্বার্থ সংরক্ষণকারী হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে যে কোন সরকারকেই বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হবে।

সরকারের কার্য বা ক্ষমতা ঃ লক্ মনে করেন, যে কোন সরকারকেই জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিন প্রকার কাজ সম্পাদন করতে হয়, যথা—(১) আইন প্রণয়নমূলক

Scanned by CamScanner

কাজ বা Legislative function (২) প্রশাসন সংক্রান্ত কাজ বা Administrative function এবং (৩) সমবায়মূলক কাজ বা Federative function।

লক্ সরকারের এই তিনপ্রকার কাজের মধ্যে আইন প্রণয়নমূলক কাজের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কারণ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার মধ্য দিয়েই জনস্বার্থকে বাস্তবসম্মতভাবে চরিতার্থ করা যায় অর্থাৎ আইনের মাধ্যমেই জনস্বার্থ তথা জনগণের চাহিদাকে পূরণ করা যায়। তাই কখনো কখনো তিনি আইনপ্রণয়নকারী সভাকে বা আইনসভাকেই সার্বভৌম বলে চিহ্নিত করেছেন।

লক্ অবশ্য সরকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে প্রশাসনিক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। এই কাজটি হল মূলতঃ আইনকে প্রয়োগ করার কাজ। অর্থাৎ আইনকে যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করে জনস্বার্থকে পূরণ করাই প্রশাসনিক কাজ।

এ ছাড়াও লক্ সমবায় মূলক বা সংহতি সাধক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। সংহতিসাধক কাজ বা Frederative function বলতে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা, সংহতি ও নিরাপত্তা এবং ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তির নিশ্চয়তা বিধানের কাজকেই বোঝান হয়েছে।

লক্ মনে করেন, এই তিনপ্রকার কাজ সম্পাদন করার মধ্য দিয়েই যে কোন সরকারই জনপ্রিয় সরকারে পরিণত হতে পারে।

ক্ষমতার বিভাজন ঃ লক্ সরকারের ক্ষমতার শ্রেণী বিভাজনের তত্ত্বের প্রচারক ছিলেন। তিনি মনে করতেন, সরকারের তিনটি কাজকে কোন একটি দপ্তরের হাতে সমর্পণ করা হলে স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পাবে, ব্যক্তির স্বাধীনতা বিপন্ন হবে এবং এমন কি সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অনাচার দেখা দেবে। তাই তিনি সরকারের তিনটি কাজকে তিনটি পৃথক দপ্তরের হাতে ন্যস্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

লক্ মনে করেন, আইন প্রণয়ন ও আইনের প্রয়োগ সাধন—এই দুটি কাজই হল চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক কাজ। কারণ দ্রুততার সঙ্গে আইন প্রণয়ন করা গেলেও আইনকে প্রয়োগ করার প্রশাসনিক কাজটি দীর্ঘমেয়াদী ও সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই এই কাজ দুটিকে একই ব্যক্তি বা দপ্তরের হাতে ন্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তা'ছাড়া আইনবিভাগ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও আইনবিভাগের সদস্যরা কাজের ফাঁকে অবসর যাপনের সুযোগ পান। কিন্তু তা' প্রশাসনিক বিভাগের সদস্যরা সাধারণভাবে পান না। তাই আইন প্রণয়ন ও আইনের প্রয়োগ সাধনের কাজ দুটিকে লক্ দুটি পৃথক দপ্তরের হাতে ন্যস্ত করার সুপারিশ করেছেন।

অনুরূপভাবে লক্ আইন প্রণয়ন ও সংহতি সাধন কাজ দুটিকে দুটি পৃথক দপ্তরের হাতে ন্যস্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। সংহতি সাধনের কাজটি বিষয় ও পরিধির দিক থেকে বিশাল ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত এবং দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ নিরবচ্ছিন্ন কাজ। তাই এই বিশেষ কাজটিকে আইন প্রণয়নকারী সভার হাতে ন্যস্ত করা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয় বলেই লক্ মনে করতেন। সংহতিসাধক কাজটিকে তিনি তাই পৃথক দপ্তরের হাতে ন্যস্ত করতে চেয়েছেন।

সুতরাং লক্ সরকারী ক্ষমতা ও কাজকর্মের বিভাগীয় পৃথকীকরণকে একান্ত কাম্য বলে মনে করেছেন, যদিও তিনি আইনসভার আইন প্রণয়নমূলক কাজের উপরই বিশেষ প্রাধান্য আরোপ করেছেন।

Scanned by CamScanner

সরকারী ক্ষমতার বিভাগীয় পৃথকীকরণ যে রূপেই হোক না কেন, লক্ মনে করেন যে, সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল জনগণের অধিকার-ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করা এবং তা'কে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা। শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ বা আইনসভা ব্যক্তির অধিকার, বিশেষ করে সম্পত্তির অধিকার এবং অন্যান্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ বা খর্ব করতে পারবে না। তা'ছাড়া লক্ সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অধিকারকে জনগণের একটি বিশেষ অধিকাররূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি স্বৈরাচারী সরকারকে বিরোধিতা করার অধিকারকে সমর্থন করেছেন।

সমালোচনা : তবে লক্ ব্যক্তির অধিকার ও উদারনীতিবাদে বিশ্বাসী হলেও তিনি কিন্তু শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার উগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলন করার পরামর্শ দেননি। তাই তিনি আইনসভার প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। একদিকে আইনসভার প্রাধান্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রাধান্যকে সমর্থন—এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রবণতার জন্য লকের চিন্তাধারা জটিল হয়ে পড়েছে বলে রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ স্যাবাইন (Sabine) মনে করেন।

তা'ছাড়া লকের চিন্তার আর একটি অসঙ্গতি হল এই যে, তিনি তদানীন্তন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সমাজ-আর্থ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই কাম্য বলে গ্রহণ করেছিলেন।

লক্ জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছেন এবং সরকারের হাতেই এই দায়িত্ব দিতে চেয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, লক্ দেখিয়েছেন যে প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা সুস্থ ও সুসংবদ্ধ অস্তিত্বের স্বার্থেই সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ইত্যাদি গড়ে তুলেছিল এবং তা'র মাধ্যমেই নিজেদের অধিকারকেও সুরক্ষিত করতে চেয়েছিল। এইভাবে লক্ সরকারী ব্যবস্থাকে জনস্বার্থের ফলশ্রুতি বলে কল্পনা করেছেন। কিন্তু তিনিই আবার এই জনস্বার্থ বা ব্যক্তির স্বার্থকে সুরক্ষিত করার দায়িত্ব সরকারের হাতে সঁপে দিয়েছেন। ফলে তাঁর তত্ত্বে ব্যক্তির স্বার্থ ও সরকারী ক্ষমতার মধ্যে বিরোধ বেধে যায়।

মন্তব্য : এইসব অসঙ্গতি সত্ত্বেও সরকার সংক্রান্ত লকের ধারণার গুরুত্ব এখানেই যে, তিনি সরকারকে জনস্বার্থ 'সাধনকারী সংস্থা' (Fiduciary agent) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন সরকারের কর্তব্যই হল জনস্বার্থ চরিতার্থ করা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা। সরকারের কাজকর্মের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার বক্তব্যের মধ্যেই উদারনীতিবাদী লকের রাষ্ট্রচিন্তার বিশেষত্ব নিহিত রয়েছে।

Scanned by CamScanner